যুগান্তর

তারিখ 13 JUN 2007
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

চট্টগ্রাম বোর্ডেও পাসের হার কমেছে

চট্টগ্রাম ব্যুরো

২০০৩ সাল থেকেই চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার পাসের হার ঊর্ধ্বগামী থাকলেও এবার হঠাৎ করেই পাসের হার কমে গেছে। এবার চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের পাসের হার ৫৭.৯৪। চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ড থেকে এবার জিপিএ-৫ পেয়েছে ৩ হাজার ৩১৫ জন। তবে ঘুরেফিরেই বোর্ডের টপ টেন বা প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় স্থান দখলকারী স্কুলের তালিকায় আগের একই নাম। এবারও চট্টগ্রাম বোর্ডের টপ টেন স্কুলের তালিকায় শীর্ষেই রয়েছে চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী কলেজিয়েট স্কুলের নাম। এ স্কুল থেকে এবারও সর্বোচ্চ ২৬৫ জন জিপিএ-৫ পেয়েছে। এ তালিকার দ্বিতীয় স্থানটি দখল করেছে ডা. খাস্তগীর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়। এ স্কুল থেকে ১৯৭ জন জিপিএ-৫ পেয়েছে। চট্টগ্রাম সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় ১৭১টি জিপিএ-৫ নিয়ে টপ টেন তালিকার তৃতীয় স্থান দখল করার গৌরব অর্জন করেছে। মঙ্গলবার প্রকাশিত চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের ২০০৭ সালের এসএসসি পরীক্ষার ফল বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, টানা চার বছর পাসের হার ঊর্ধ্বগামী থাকলেও এবার হঠাৎ করেই চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের পাসের হার নিম্নগামী। ২০০৩ সালে এ বোর্ডে এসএসসির পাসের হার ছিল ৩৫.১২, ২০০৪ সালে ৪৬.৫৫, ২০০৫ সালে ৬১.৯২ এবং ২০০৬ সালে পাসের হার ছিল ৬৩.৮৭। এবার পাসের হার নেমে দাঁড়িয়েছে ৫৭.৯৪ শতাংশে। চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ৮৯০টি স্কুল থেকে এবার এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে ৬১ হাজার ৯৬১ জন। এর মধ্যে পাস করেছে ৩৫ হাজার ৯০৩ জন। একটি মাত্র জিপিএ-৫ পেয়েছে এমন স্কুলসহ ৩৬৫টি স্কুল জিপিএ-৫ এর ছোঁয়া পেয়েছে। এর মধ্যে মফস্বলের বেশকিছু স্কুলও রয়েছে।

কলেজিয়েট স্কুল এবারও সেরা

চট্টগ্রাম বোর্ডের টপ টেন স্কুল : চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের 'টপ টেন' তালিকায় যে দশটি স্কুল স্থান করে নিয়েছে এর মধ্যে চট্টগ্রাম কলেজিয়েট উচ্চ বিদ্যালয় থেকে পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে ৩৯৫ জন, পাস করেছে ৩৯১ জন, পাসের হার ৯৮.৯৯। এ স্কুল থেকে জিপিএ-৫ পেয়েছে সর্বোচ্চ ২৬৫ জন। ডা. খাস্তগীর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ৩৩২ জন পরীক্ষায় অংশ নিয়ে পাস করেছে ৩২৮ জন। পাসের হার ৯৮.৮০। এর মধ্যে জিপিএ-৫ পেয়েছে ১৯৭ জন। চট্টগ্রাম সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ২৬৫ জন পরীক্ষায় অংশ নিয়ে ২৬৫ জনই পাস করে। এ স্কুল থেকে জিপিএ-৫ পেয়েছে ১৭১ জন, মহিলা সমিতি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে ২৫৩ জন, পাস করে ২৫২ জন, পাসের হার ৯৯.৬০, জিপিএ-৫ পেয়েছে ১৬৪ জন। নৌবাহিনী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ২৪৭ জন পরীক্ষায় অংশ নিয়ে পাস করে ২৪৫ জন, পাসের হার ৯৯.১৯। জিপিএ-৫ পেয়েছে ১২৯ জন। নাসিরাবাদ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ৩২৩ জন পরীক্ষায় অংশ নেয়, পাস করে ৩২১ জন, পাসের হার ৯৯.৩৮। জিপিএ-৫ পেয়েছে ১২১ জন। সরকারি মুসলিম উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ৩২৬ জন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। পাস করে ৩১৬ জন। পাসের হার ৯৬.৯৩। জিপিএ-৫ পেয়েছে ১০১ জন। ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল থেকে ১০৭ জন পরীক্ষায় অংশ নিয়ে ১০৭ জনই পাস করে। এ স্কুল থেকে ৮৯ জন জিপিএ-৫ পেয়েছে। চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ১১৬ জন পরীক্ষায় অংশ নিয়ে পাস করে ১১৬ জনই। এ স্কুল থেকে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৬৬ জন। পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ও জিপিএ-৫ প্রাপ্তির দিক থেকে এ তালিকা নির্ধারণ করা হয়েছে বলে বোর্ড সূত্র জানিয়েছে। চট্টগ্রাম : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৮

চট্টগ্রাম : পাসের হার

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

শতভাগ পাস করেছে যেসব স্কুল থেকে : চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডে ন্যূনতম ২৩ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে এবং শতভাগ পাস করেছে এমন দশ স্কুলের তালিকা মিলেছে। এই তালিকায় রয়েছে চট্টগ্রাম সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় (পরীক্ষার্থী ২৬৫ জন), চট্টগ্রাম সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় (১৯৩ জন), অপর্ণাচরণ সিটি কর্পোরেশন উচ্চ বিদ্যালয় (১৬০ জন), চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক উচ্চ বিদ্যালয় (১১৬ জন), ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল (১০৭ জন), মির্জা আহমদ ইস্পাহানী স্মৃতি উচ্চ বিদ্যালয় (৬৮ জন), জোয়ারগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয় (৫৮ জন), সিসতার বেলস উচ্চ বিদ্যালয় (৫৫ জন), বেপজা উচ্চ বিদ্যালয় (৫১ জন) ও ফৌজদারহাট ক্যান্টেট স্কুল (৪৬ জন)।

কেউ পাস করেনি : চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডে এবার কেউ পাস করেনি এমন স্কুলের সংখ্যা তিনটি। এর মধ্যে ফটিকছড়ির রোসাঙ্গিরি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ১২ জন, দীঘিনালা রাঙ্গাভিটা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ৯ জন এবং সন্দ্বীপ মোমেনা সেকান্দর উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ৪ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নিয়ে কেউ পাস করেনি। মোমেনা সেকান্দর উচ্চ বিদ্যালয় এ নিয়ে পরপর তিনবার শূন্য শতাংশ পাস করার রেকর্ড করল।